প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে সংশয়

নিজস্ব প্রতিবেদক | *তারিখ: ৩০-০৭-২০১২*

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের চিন্তার বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, এতে করে প্রকল্প ব্যয় যেমন অনেক বেড়ে যাবে, তেমনি সময়ও লেগে যাবে অনেক। তিন বছরের কাজ সাত থেকে ১০ বছর পর্যন্ত গড়াতে পারে।

গতকাল রোববার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইএমবিএ ফোরাম ও অর্থনৈতিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'বড় প্রকল্পে অর্থায়ন' শীর্ষক সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা এসব অভিমত প্রকাশ করেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম।

সেমিনারে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আরেক অর্থ উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেন, 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু তৈরির উদ্যোগ নিলে ভালো ঠিকাদাররা রাজি হবে না কি না সন্দেহ রয়েছে। ঠিকাদার মনে করতে পারেন, বিল পরিশোধের সময় টাকায় দেওয়া হতে পারে। আবার বিরোধ দেখা দিলে দেশীয় আইনে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

সত্যিকার বড় ঠিকাদাররা কাজ করতে আগ্রহী হবেন কি না, তা বিশ্লেষণ করা দরকার বলেও মনে করেন আকবর আলি খান। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চীনের মতো বড় দেশও বিশ্বব্যাংকের মতো দাতাদের সহায়তাকারী হিসেবে নিয়ে বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।' তিনি মত দেন, ভালো ঠিকাদার না হলে পদ্মা সেতু তিন বছরের স্থলে ১০ বছরে হবে কি না, সন্দেহ রয়েছে।

আকবর আলি আরও বলেন, 'অর্থনৈতিক বিবেচনার বাইরে আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। ভয় হচ্ছে আমরা অর্থনৈতিক সূত্রগুলো ভুলে যাচ্ছি। বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে হলে সহজে প্রয়োজনীয় অর্থ যেখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে, সেখান থেকেই অর্থ নিতে হবে।'

এক প্রশ্নের জবাবে বিশ্বব্যাংকের সাবেক এই বিকল্প পরিচালক জানান, বিশ্বব্যাংক ঋণচুক্তি বাতিলের আগে যদি সরকার চারটি শর্ত মেনে নিত, তবে বিশ্বব্যাংকও ঋণ দিতে বাধ্য থাকত। কিন্তু চুক্তি বাতিলের পর বাংলাদেশের শর্ত মানায় বিশ্বব্যাংক আরও নতুন শর্ত দিতে পারে। বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে রাজি হলে এখন নতুন করে চুক্তি করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই বলে তিনি জানান।

আকবর আলির মতে, বিদেশি ঋণের জন্য যে পরিমাণ সুদ পরিশোধ করতে হয়, তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেওয়া অর্থের ওপর।

মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, 'আমি শত ভাগ গ্যারান্টি দিতে পারি, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে তিন বছরের স্থলে সাত বছর লাগবে। এতে ব্যয় বাড়বেই।'

তাঁর মতে, রাজনৈতিক খেয়াল ও দুর্নীতি ইস্যুতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে বিকল্প উৎস থেকে তহবিল আনা খুবই কঠিন হবে।

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ভাড়ায় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ায় অর্থনীতি তথা সরকারি তহবিলে রক্তক্ষরণ হয়েছে। টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে, জ্বালানি আমদানিতে বিপুল ভর্তুকি দিতে হয়েছে। নোট ছাপিয়ে অর্থের জোগান দিতে হয়েছে। এতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। এখন নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ হলে একই পরিণতির কথা চিন্তা করতে হবে।

আমীর খসরু বলেন, ‘কাউকে খুশি করতে রাজনৈতিক জনপ্রিয় কথা বলার জন্যই কি নিজস্ব অর্থায়নের কথা বলা হচ্ছে?’

সাবেক অর্থসচিব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, প্রথাগত উৎসের বাইরে পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ আনতে গেলে অনেক বেশি সুদ পরিশোধ করতে হবে, সেটা বিবেচনা করতে হবে। বড় প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য নীতি গ্রহণ করা উচিত।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আইনুন নিশাত বলেন, ‘পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্পগুলোর ঠিকাদারদের সঙ্গে চুক্তির দলিলাদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা না হলে ভবিষ্যতে খারাপ হবে। কেননা, চুক্তির দলিলাদির ফাঁকফোকরে অনেক অর্থের অপচয় হয়।’

সাবেক সচিব ফয়জুল কবির খান মত দেন, ‘পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে বিশ্বব্যাংকের কিছু যুক্তি রয়েছে। আবার সরকারেরও এর চেয়ে ভালো যুক্তি থাকতে পারে। এগুলো নিয়ে উভয় পক্ষের আলোচনা করা উচিত।’

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক মামুন রশিদ। স্বাগত বক্তব্য দেন ইআরএফের সভাপতি খাজা মাঈনউদ্দিন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম হারমাছি।

প্রথম আলো

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬
ই-মেইল :info@prothom-alo.com